সমকাল

তারিখ ২৯ MAY 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১-৬

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী

মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়াতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল শনিবার শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় সমস্যা রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার শুধু সংখ্যা বাড়ানো নয়, মানোন্নয়নও জোরদার করতে হবে।

রাজধানীর বেইলি রোডে অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রীর আগে বক্তব্য রাখেন শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এ. কে. আজাদ। ব্যবসায়ীদের এই নেতাও তার বক্তৃতায় শিক্ষার মানোন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সব ব্যাংককে শিক্ষা ঋণ চালু করার অনুরোধ করেন। এই শিক্ষা ঋণ কর্মসূচিকে নিরাপদ করতে বেসরকারি খাতের সিএসআর তহবিল ও সরকারি অনুদানে একটি নিরাপত্তা তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেন তিনি। সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) খাতে ব্যয় করা অর্থের ওপর কর ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করারও দাবি জানান তিনি।

এ. কে. আজাদের প্রস্তাবটি ইতিবাচকভাবে নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিএসআর যাতে শিক্ষা খাতে ধাবিত হয়, সে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে শিক্ষার জন্য ঋণের কথা বলার সাহস আমি এতদিন পাইনি। কারণ, আমরা দরিদ্র দেশ, এখানে ঋণ করে শিক্ষালাভ ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

মাধ্যমিক শিক্ষার মান

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

করা যায়, তা আমার মাথায় ছিল না। তবে এখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হচ্ছে, আমরা গরিব নই। আমরা এটা ভাবতে পারি। বাজেটের পর এ বিষয়ে কী করা যেতে পারে সে জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে যারা মাধ্যমিক স্তরে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ মাধ্যমিক শেষ করে পরবর্তী স্তরে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদেই এটি ৮০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করছি। ২০২৪ সালে সেটি ১০০ ভাগে চলে যাবে। মুহিত বলেন, বর্তমান সরকার যখন ক্ষমতায় এলো তখন বিদ্যুতের মহাসংকট ছিল। যে কারণে সরকার বিদ্যুতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এখন বিদ্যুৎ সমস্যা নেই। সরকার এখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নজর দিচ্ছে। শিক্ষা খাতে আগামী বাজেটে বরাদ্দ বেশ বাড়বে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অর্থমন্ত্রী বলেন, বৃত্তি শুধু আর্থিক সহযোগিতা নয়, এটি একটি স্বীকৃতি। তোমরা তোমাদের যোগ্যতা দিয়ে এই স্বীকৃতি আদায় করেছ। স্বীকৃতিটা বজায় রাখার চেষ্টা করো।

এ. কে. আজাদ তার বক্তৃতায় শিক্ষার মান, দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষার জন্য ঋণ ব্যবস্থা, সরকারের রাজস্ব, বিনিয়োগ, ব্যাংক ঋণের সুদহার, খেলাপি ঋণ, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এই সভাপতি বলেন, শিক্ষার প্রসার হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান সনদবাণিজ্য করছে। অনেক ছেলেমেয়ে চাকরির পরীক্ষা দিতে আসে; কিন্তু তারা বিশেষ কিছু জানে না। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো আমাদের সনদ গ্রহণ করছে না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আবার অনেকে অর্থের অভাবে লেখাপড়া শেষ করতে পারছে না। এজন্য তিনি সব ব্যাংকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঋণ চালু করার ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এফবিসিসিআইর সাবেক এই সভাপতি বলেন, খেলাপি ঋণ আদায় করার জন্য বিশেষ আদালত গঠনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, বর্তমানে খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশ; কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটি ২০ শতাংশ হবে। এই অর্থ আদায় করা গেলে ব্যাংক ঋণের সুদহার কমে আসত। তিনি বলেন, অর্থঋণ আদালত আছে, সেখানে বেশ সময় লাগে। এরপর হাইকোর্টে আছে মামলাজট। সে কারণে সেখানেও সময় লেগে যাচ্ছে। এজন্য আমি অনুরোধ করব, খেলাপি ঋণ আদায় করতে একটি বিশেষ আদালত স্থাপন করতে আর বাজেটে তার বরাদ্দ রাখতে। তিনি বলেন, দুই ধরনের ঋণ খেলাপি আছে। পরিস্থিতির কারণে খেলাপি হওয়া একটি পক্ষ আছে। ব্যাংক তাদের পাশে আছে, তাদের সহযোগিতা করছে। আর একটি পক্ষ আছে, যারা ইচ্ছাকৃত খেলাপি। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে পাচার করছে। অনেকে মামলা করে ঋণ পরিশোধ আটকে রেখেছে। এই ধরনের খেলাপিদের জন্য আলাদা আদালত দরকার।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হাফিজ আহমেদ মজুমদার বলেন, এই বৃত্তি ব্যবস্থা বড়জোর আর ১০ বছর চলবে। কারণ, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে। মানুষের আয় বাড়ছে। প্রতিটি পরিবারই অতিরিক্ত আয় করছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা তপন চৌধুরী বলেন, এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ মেধাসম্পন্ন। শুধু এক বছরের বৃত্তি দিয়েই নয়, সম্ভব হলে তাদের পরবর্তী সময়েও সহযোগিতা করতে হবে। সেটি কীভাবে করা যায় সে উদ্যোগ নিতে হবে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহসভাপতি সেলিনা খালেদও একই মত দেন। একই সঙ্গে বয়স্ক মানুষ যারা সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে সুদহার বাড়ানোর প্রস্তাব করেন তিনি।

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. তৌহিদুর রহমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরমান আর চৌধুরী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের ৫০০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে এসএসসি পর্যায়ে ৩০০ (১৮০ ছাত্র ও ১২০ জন ছাত্রী) এবং এইচএসসি পর্যায়ের ২০০ (১২০ ছাত্র ও ৮০ জন ছাত্রী)। এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ২০ হাজার ও এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী নাসিরুদ্দিন ও আসিমা উল হুসনা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের এই বৃত্তি তাদের শিক্ষা অর্জনে বিশেষ সহযোগিতা করবে। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।